ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ

সংবাদ : | সংবাদ ডেস্ক | ঢাকা , বুধবার, ০৯ অক্টোবর ২০১৯

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে গত রোববার রাতে পিটিয়ে হত্যা করে বুয়েট ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী। আবরারের এমন মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান সবাই। আবরারের এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে বুয়েটসহ ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব কর্মসূচি থেকে শিক্ষার্থীরা আবরার ফাহাদ হত্যায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন অন্যথায় সব ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে অন্যায়ের দাঁতভাঙা জবাব দেবে বলেও তারা হুঁশিয়ারি প্রদান করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রতিনিধি জানান, ঢাবি টিএসসিতে আবরার ফাহাদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল দুপুর বারোটার দিকে টিএসসি চত্বরে গায়েবানা জানাজায় কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেন। জানাজার পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শিক্ষার্থীরা। তারা এ ঘটনায় বুয়েট প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে হত্যাকারীদের শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানান। আর বিচার কার্যে কোন অবহেলা লক্ষ্য করা গেলে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। জানাজা শেষে

আবরারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

জাবি প্রতিনিধি জানান, আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে এবং বাংলাদেশ-ভারতের দ্বিপক্ষীয় চুক্তিকে ‘দেশবিরোধী’ আখ্যা দিয়ে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে জাবির সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল বেলা দেড়টার দিকে তারা শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পরবর্তীতে বেলা তিনটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দুটি ফটকে (ডেইরি গেট, প্রান্তিক গেট) আবরার হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন, ভারতীয় আগ্রাসনবিরোধী সেøাগান এবং বক্তৃতা করেন। এতে অবরোধ স্থল থেকে শুরু করে রাস্তার দুদিকে নবীনগর ও সাভার পর্যন্ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধে ফেসবুকে লেখালেখি করার কারণেই আবরারকে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। অবরোধের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান উপস্থিত হয়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে অবরোধ উঠিয়ে নেন।

কুবি প্রতিনিধি জানান, আবরার ফাহাদকে হত্যার প্রতিবাদে কুমিল্লায় বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল সকাল ১০টায় কুমিল্লা নগরীর টাউনহলে এ মিছিল করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এক সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

এদিকে প্রতিবাদে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও বিভোক্ষ মিছিল করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সন্ধ্যা সাতটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এ কর্মসূচি পালন করে তারা। মোমবাতি প্রজ্জ্বলন শেষে শহীদ মিনার থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যের সামনে এসে শেষ হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ একাত্মতা পোষণ করে।

এক সমাবেশে বক্তারা বলেন, আবরার ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রথম শহীদ। নূর হোসেনের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যেমন এদেশ থেকে স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়েছিল। তেমনি আবরার ফাহাদের শহীদ হওয়ার মধ্যে দিয়ে এদেশ থেকে ভারতীয় আগ্রাসন দূর হবে।

চবি প্রতিনিধি জানান, আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদে ও হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে একাই আন্দোলনে করে যাচ্ছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী। তিনি চবির

পারসংখ্যান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র খালেদ সাইফুল্লাহ। গতকাল সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার চত্বরে অবস্থান নেন তিনি। খালেদ সাইফুল্লাহ বলেন, কেউ আন্দোলন করুক আর নাই করুক। আমার মনে হয়েছে এই হত্যার বিচার চাইতে হবে। তাই নিজে প্ল্যাকার্ড নিয়ে আমার ভাই আবরার হত্যার বিচার চেয়েছি।
গণবিশ^বিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, ছাত্রলীগের হাতে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ খুন হওয়ার প্রতিবাদে স্মৃতিসৌধে মানববন্ধন করেছে সাভারের গণবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে এ কর্মসূচি পালন করে তারা। মানববন্ধন থেকে তারা ফাহাদ হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। অন্যথায় সব ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে অন্যায়ের দাঁতভাঙা জবাব দেবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা। এছাড়া, আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের দাবিতে নারায়ণগঞ্জ, যশোর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, আবরারকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে গাজীপুরে মানববন্ধন করেছে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার সকালে ডুয়েট ক্যাম্পাসের সামনে ঢাকা-শ্রিমুলতলী সড়কে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। ডুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে আয়োজিত

মানববন্ধন কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা বলেন, আবরারকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি লেখাপড়া করার জন্য। বাবা-মায়ের কাছে লাশ হয়ে ফিরে যেতে চাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ে লাশ হতে আসিনি। শিক্ষা নিয়ে দেশ গড়তে এসেছি। তারা অবিলম্বে আবরার হত্যাকারী ও তাদের মদদদাতাদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দ্রুত বিচার দাবি জানান।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) প্রতিনিধি জানান, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে আবরার ফাহাদের খুনিদের দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছে ইবি শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে ৩ দফা দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক লক করে দেয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। প্রধান ফটকের বাইরে ইবি থানা ও কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশকে সতর্ক অবস্থানে দেখা গেছে। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঘটনার শুরু থেকে অমিত সাহার নাম শোনা গেলেও অদৃশ্য কারণে তাকে মামলার এজহারভুক্ত করা হয়নি। তাকে অবিলম্বে এজাহারভুক্ত করার দাবি জানায় তারা। এছাড়াও বক্তারা বলেন, দেশের চলমান বিচার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও সময় সাপেক্ষ তাই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে আবরারের খুনিদের বিচার দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।